তারিখ .. JAN. 02.2001 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই ॥ কবে বই মিলবে তাও কেউ বলতে পারে না !

মাসুদ কামাল

কোন প্রকার পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই সোমবার থেকে শুরু হয়ে গেছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাবর্ষ। অধিকাংশ স্কুল খুলছে আজ থেকে; কাল-পরশুর মধ্যে খুলে যাবে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফলে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাবে, অথচ তাদের কাছে এ সময় থাকবে না কোন পাঠ্যপুস্তক। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এ নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কারোই নেই কোন মাথাব্যথা। সরকারী প্রতিষ্ঠান টেক্সট বুক বোর্ডের আচরণ উদ্বেগহীন ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মতো। এর মধ্যে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ব্যস্ত নোট-গাইড তৈরির মাধ্যমে বিপুল অর্থ রোজগারের ধান্দায়।

সোমবার থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ায় পর এ কথা এখন প্রমাণিত সত্য যে, সরকার এবার বছরের শুরু থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের কোথাও কোন ছাত্রছাত্রীর হাতে, এমনকি লাইব্রেরীতে পর্যন্ত এক কপি পাঠ্যপুস্তকও নেই। কবে নাগাদ সকলের হাতে চাহিদা অনুযায়ী এই বই পৌছতে সে কথাও নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না কেউ। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব, বোর্ডের চেয়ারম্যান— কেউই মুখ খুলছেন না। বই ছেপে

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(১২-এর পাতার পর) **নতুন শিক্ষাবর্ষ**

বাজারজাত করার জন্য একক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো গ্রুপ নির্ধারিত এবং বর্ধিত সময়েও কোন বই দিতে না পারা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ সবের বিপরীতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমস্যা নিরসনে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের পরিবর্তে একের পর এক গ্রহণ করছে উদ্ভট সিদ্ধান্ত। প্রাথমিক স্তরে বেক্সিমকো গ্রুপের বাইরে যে ১০৫টি প্রতিষ্ঠানকে আগে দেড় কোটি বই ছাপার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, বোর্ড সম্প্রতি তাদেরকেই আরও দেড় কোটির মতো বই ছাপানোর দায়িত্ব দিয়েছে। ঠিক কি প্রক্রিয়ায় এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে বিষয়টিও অস্পষ্ট। সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির মতে বোর্ডের এ আচরণ কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মতো। ঐ ১০৫টি প্রতিষ্ঠানের কেউই এখনও তাদের আগের কাজের ৪০ শতাংশের বেশি সম্পন্ন করতে পারেনি। তার পরেও তাদের ঘাড়ে পুনরায় দেড় কোটি বই মুদ্রণের দায়িত্ব অযাচিতভাবে দিয়ে বোর্ড চলমান সঙ্কটকেই আরও তীব্র করে তুলছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। অপর দিকে, প্রাথমিক স্তরের চার কোটি বই মুদ্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বেক্সিমকো গ্রুপ এখন পর্যন্ত বোর্ড থেকে যে কাগজ উত্তোলন করেছে তা দিয়ে বড়জোর দেড় কোটির মতো ছাপানো সম্ভব। অবশ্য এ কাজও এখনও উল্লেখ করার মতো কোন পর্যায়ে পৌছেনি। কিছু বই ছাপা সম্পন্ন হলেও বাঁধাই হয়নি। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে প্রাথমিক শ্রেণীর বই একটি-দু'টি করে পাঠানোর কোন সুযোগ নেই। কারণ এখানে পরিবহন ব্যয়টি একটি বড় ফ্যাক্টর। সে হিসাবে প্রাথমিক স্তরে সকল বই আগামী দুতিন মাসের মধ্যেও দেয়া সম্ভব হবে কি-না— তা নিয়ে রয়েছে জোর সংশয়।

একই সমস্যা চলছে মাধ্যমিক স্তরেও। নিয়ম হচ্ছে, কমপক্ষে ৭০ শতাংশ বই ছাপা ও বাঁধাই সম্পন্ন হলে বোর্ড থেকে রয়্যালটি পরিশোধের মাধ্যমে বিক্রি অনুমতি নিতে হয়। মাধ্যমিক স্তরের কোন বইয়ের ক্ষেত্রেই এখনও সেই সেল পারমিশন নেয়া হয়নি। আসলে মুদ্রণের যে বাস্তব অগ্রগতি তাতে সেটা সম্ভবও নয়। অভিজ্ঞ মহলের মতে, মুখে যে যাই দাবি করুন না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে— এখনও পর্যন্ত মাধ্যমিকের ১০ শতাংশ বইও প্রস্তুত হয়নি।

পাঠ্যপুস্তকের এই বিকট সঙ্কটের সুযোগে বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ঝাঁপিয়ে পড়েছে নোটবই আর গাইড প্রকাশের কার্যক্রমে। বিপুল অর্থের বিনিময়ে ইতোমধ্যে অনেকে অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ী, কাছে নতুন সিলেবাস দিয়ে দিয়েছে। সে অনুযায়ী এসব নোট ও গাইড তৈরি চলছে। অনেকে ইতোমধ্যে সেসব প্রকাশের সবকিছু চূড়ান্ত করে বসে আছে। ধারণা করা হচ্ছে, চলতি সপ্তাহের মধ্যে বাজার সয়লাব হয়ে যাবে এসব নোট ও গাইডে। অথচ নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে, দেশে নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিপণন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বোর্ডের অযোগ্যতার কারণে সেই নিষিদ্ধ নোট, গাইড বই আগামী দিনগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের একমাত্র অবলম্বন হতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মূল বইয়ের আগেই তাদের হাতে পৌছে যাচ্ছে নোট বই!

এদিকে, পাঠ্যপুস্তকের এই সঙ্কটের সময় একাধিক শিক্ষক, অভিভাবক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, সরকার পুরনো সকল বই বাতিল ঘোষণার মাধ্যমে এই সঙ্কটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। পুরনো বই চালু থাকলে সঙ্কট হয়ত এতটা প্রকট হতো না।